অংকুর সাহা

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দুই তরুণ কবি

দূরের কবিতায় গত সাড়ে তিন বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন ভাষার, বিচিত্র স্বাদের, বিচিত্র রসের, বিচিত্র আঙ্গিকের কবিতার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়েছে। আশা করি বাংলা কবিতার পাঠক-পাঠিকার কাছে আন্তর্জাতিক কবিতার খড়খড়ি ফাঁক করে খানিকটা হলেও সুদূরের আলো এসে পৌঁছেছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই অনুরোধ শুনি, তরুণ ও তরুণতর কবিদের কবিতা ও তার আলোচনা চাই। অনেক পাঠক মৃদু অনুযোগ করেছেন চিঠিতে ও ই-মেলে—ষাট, সত্তর, আশি বছর বয়েসি বিদেশি কবিদের রচনার অনুবাদ করা হচ্ছে কেন? ব্যক্তিগত যোগাযোগে সম্পাদকের কণ্ঠে অনুযোগটি আরও সোচ্চারে।

কিন্তু হায়, কবিদের মূল্যায়ন হতে সময় লাগে; দু-তিনটে কাব্যগ্রন্থ বেরোতে বেরোতে বেলা গড়িয়ে যায়। ইংরেজিতে ভালো কবিতা পত্রিকার সংখ্যাও স্বল্প—যেকটি রয়েছে তাদের বেশ কিছুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষার তরুণ কবিদের অবস্থা আরও শোচনীয়—নিজের দেশে একটু নামডাক না হলে কেই বা ঝুঁকি নেবেন তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদের? আর অন্য দুয়েকটি ভাষার ছিটেফোঁটা জানলেও এখানে আমার কাজ মূলত ইংরেজির ওপর নির্ভর। তাই রুশ, স্পেনীয়, ফরাসি, জর্মন, আরবি, চিনে বা জাপানি ভাষায় চল্লিশের কম বয়েসি কবিদের সন্ধান পাওয়া মুশকিল। প্রগতি প্রকাশন এক সময় তরুণ রুশ কবিদের কবিতা সরাসরি, ঝকঝকে বাংলা অনুবাদে প্রকাশ করতেন, কিন্তু তাঁরা এখন অস্তিত্বহীন প্রায়। ইউনেস্কো এক সময় অর্থসাহায্য করতেন তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশে—তাঁরা এখন শতধাবিভক্ত এবং অর্থের গৌরবহীন। কেবল পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অল্পস্বল্প হলেও কাজ চলেছে অন্যদেশের কবিতা নিয়ে। আর রয়েছে প্রায় অব্যবসায়িক ক্ষুদ্র প্রকাশনা সংস্থাগুলি—কপার কেনিয়ান প্রেস, কারসানেট প্রেস, গ্রিন ইনটিজার প্রেস, ন্যু ডাইরেকশানস ও অন্যান্য। আর আমি গোয়েন্দার মতন লেগে রয়েছি আনকোরা টাটকা নতুন কবিদের সন্ধানে।

মার্চ মাসের মাঝমাঝি ব্রিটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার এক ডজন কবিকে চিঠি লিখেছিলাম যে কোনো ভাষায় তাঁদের প্রিয় কবির নাম এবং ভালো লাগার কারণ জানতে চেয়ে। তাঁদের উত্তরগুলি আসতে শুরু করেছে এবং তার ফলে ও তার পরবর্তী প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে খুলতে আরম্ভ করেছে অচেনা নতুন দিগন্ত। এই কবিদের নিয়ে অবশ্যই কাজ করব ভবিষ্যতে। এখন তিরিশ বছরের সামান্য এপারে-ওপারে অবস্থিত দুই তরুণ কবির কবিতা পড়ি। এঁরা দুজনেই আন্তর্জাতিক কোনো একটি দেশ বা জাতিগোষ্ঠীর নিগড়ে এঁদের বেঁধে রাখা সম্ভব হবে না; কোনো একটি বিশেষ খোপে এঁদের ফেলা অসম্ভব।

১৯৮৯ সাল থেকে তরুণ কবিদের রুথ লিলি পোয়েট্রি ফেলোশিপ প্রদান করছেন পোয়েট্রি ফাউন্ডেশান। প্রতি বছর পনেরো হাজার ডলারের এই জলপানি অর্জন করেন একুশ থেকে একত্রিশ বছর বয়েসি এক বা দুজন মার্কিন নাগরিক কবি। ২০০১ সালে এই ফেলোশিপ পেয়েছিলেন রুশ-মার্কিন কবি ইলিয়া কামিনস্কি (জন্ম ১৯৭৭)। তাঁর কবিতা অল্পস্বল্প পড়েছি ছোটো পত্র-পত্রিকায়। আমি পৃথিবীর সব দেশের তরুণ কবিদের কবিতার বাংলা অনুবাদ শুরু করব খবর পেয়ে ইলিয়ার নাম প্রস্তাব করেন কবি চেজ টুইচেল, যিনি ভানুসিংহের পদাবলীর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। আমি ইলিয়ার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অডেসায় নৃত্যরস" ("Dancing in odessa") সংগ্রহ করি এবং পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাই। আর অস্ট্রেলিয়ার কবি জয়া সাভিজের (জন্ম ১৯৭৮) সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ২০০৬ সালে, যখন দুজন সতীর্থ কবির সঙ্গে আমি সম্পাদনা করেছিলাম অস্ট্রেলীয় কবিতার একটি সম্পূর্ণ সংকলন। তাঁর নামের মুগ্ধ উল্লেখ তখন অস্ট্রেলীয় কবিদের মুখে মুখে। এখন আবার তাঁর কবিতা বিশদভাবে পড়তে পেরে আমি আনন্দিত।

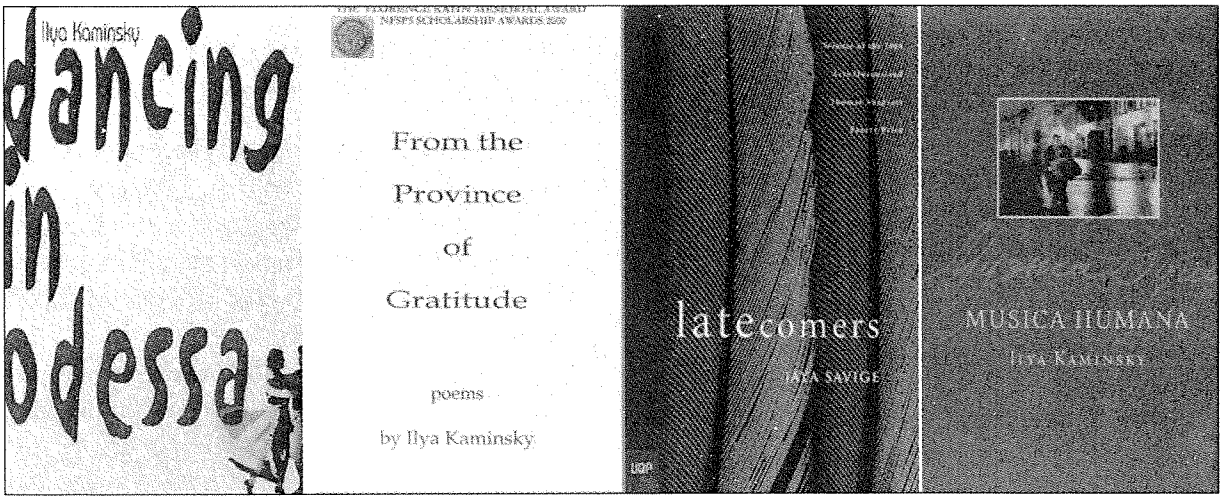

২

"শব্দেরা নেচে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায় তাঁর অবচেতনে" :
ইলিয়া কামিনস্কির জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭৭ সাল সোভিয়েত ইউনিয়নের অডেসা শহরে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনের পর এখন শহরটি ইউক্রেন নামক দেশের অংশ। ইউক্রেনের চতুর্থ বৃহত্তম শহরটি কৃষ্ণসাগরের উপকূলের প্রধান বন্দর। জনসংখ্যা দশ লক্ষের কিছু বেশি। শহরটি জুড়ে কাক আর ঘুঘুপাখির রাজত্ব—ঘুঘুপাখিরা বড়োরাস্তায় আর কাকেরা বাজার অঞ্চলে।

চার বছর বয়েসে ইলিয়া বধির হয়ে যান। শব্দ শোনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও শব্দরা তাঁকে ছাড়ে না—নেচে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায় তাঁর অবচেতনে। আরেকটু বয়েস বাড়লে এই বালকটি একদিন সারাদুপুর ধরে পাখি গোনেন—যখন গণনা শেষ হয়, পাখিদের আদমসুমারি চার অঙ্কের একটি সংখ্যা। তখন ইউক্রেনের ফোন নম্বরগুলিও চার অঙ্কের। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ছুটে যান ইলিয়া এবং নম্বরটি ডায়াল করেন—উলটোদিকে যিনি ফোন ধরেন, নারী-পুরুষ-ছেলে-বুড়ো, কিছু না জেনেই তাঁকে অকাতরে প্রেম নিবেদন করেন।

আর একদিন ভিড়ের ট্রামে এক হাতকাটা মানুষ পাকড়াও করে তাঁকে এবং বলে তাঁর ভবিষ্যৎ রহস্যময়ভাবে মিশে যাবে তাঁর দেশের ইতিহাসের সঙ্গে। কিন্তু দেশটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না—তার কাল্পনিক নাগরিকেরা এক সমবেত স্বপ্নের মাধ্যমে ভোটদান করে নির্বাচিত করবে তার সরকারকে। তাদের কারও মুখ দেখতে পাওয়া যায় না অন্ধকারে, কেবল ফিশফিশ শব্দে শোনা যায় কয়েকটি নাম—রল্যান্ড, আলাদিন, সিন্ধবাদ—এইসব। ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিলেন কামিনস্কি পরিবারকে—হঠাৎ কয়েকদিনের নোটিসে তাঁরা অডেসা ছেড়ে চলে এলেন আমেরিকায় এবং বসবাস করতে শুরু করলেন আপস্টেট নিউ ইয়র্কের এক শহরতলিতে। তাঁর একটি কবিতার ভূমিকায় ইলিয়া বর্ণনা করেছেন কীভাবে রুশ-ইংরেজি অভিধানে ভরা সুটকেসটি তাঁরা ফেলে এসেছিলেন অডেসায় তাঁদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে। পরিবারটি আমেরিকায় এসেছিলেন অভিধানহীন, কিন্তু কিছু ইংরেজি শব্দ পাকাপাকিভাবে রয়ে গিয়েছিল ইলিয়ার মনে—ভুলে যাওয়া : এক আলোর পশু। একটি ছোটো নৌকোর পালে হাওয়া লাগে আর সে রওনা দেয় অজানা উদ্দেশে।

অতীত : জলের ধারে মানুষেরা সমবেত হয়, হাতে প্রদীপ। জলে এক রহস্যময়, সন্দেহজনক শীতলতা। সৈকতে দাঁড়িয়ে প্রচুর লোক, কমবয়েসিরা টুপি ছুঁড়ে দেয় আকাশে।

প্রকৃতিস্থতা : আমার এবং উন্মাদের মাঝখানে ছোট্ট প্রাচীর, কিন্তু আসলে প্রাচীর নয়। বিরাট অ্যাকোয়ারিয়ামে জলে ভাসে অসংখ্য আগাছা, কচ্ছপ আর সোনালি মাছ। আলো জ্বলতে দেখি—মানুষ নড়ে চড়ে, কপালে তাদের নাম খোদাই করা। দ্রুত হাসি : মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে আমার গায়ে, মুখে প্রশ্নময় হাসি। আমি পানীয় শেষ করি এক চুমুকে।

মৃত : আমাদের স্বপ্নে ঢুকে পড়ে তারা, কিন্তু জড়বস্তু হয়ে—গাছের ডাল, চায়ের কাপ, দরজার হাতল। আমার ঘুম ভাঙে, ইচ্ছে হয় এই স্বচ্ছতাকে আমার সঙ্গে নিয়ে ঘুরি।

নিজস্ব এই অভিধান মনের মধ্যে রেখে তিনি নতুন একটি ভাষা এবং তার বর্ণমালাকে আয়ত্ত করতে শুরু করেন। (ইংরেজি লেখা হয় লাতিন বা রোমান বর্ণমালায়, রুশভাষা লেখা হয় ৩৩টি বর্ণের সিরিলিক বর্ণমালায়।) পাশাপাশি চালিয়ে যান রুশ ভাষায় কবিতা লেখা। অভিবাসী জীবন সবার জন্যে নয়—সবাই নতুন জীবনের ভোগ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে অতীতের নাড়ির টান ছিঁড়ে ফেলতে পারে না। তাঁর কবিতায় ১৯৯৩ সালের অডেসা স্থির, অচঞ্চল, অমলিন—কিছু বাস্তব, কিছু স্মৃতি, অনেটকাই কল্পনা—আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে আসে তারা—কিন্তু কবির তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

কিন্তু দেশ পরিবর্তনের এক বছরের মধ্যেই তাঁর বাবার মৃত্যু হল। কবিতার মধ্যে ডুবে তিনি এই শোকের আঘাত সামলাবেন, কিন্তু আবাক হয়ে দেখলেন, বাবাকে নিয়ে রুশ ভাষায় লেখা সম্ভব হচ্ছে না। যাঁর কাছ থেকে দিনের পর দিন ভাষাটির বিভিন্ন রূপ-রস-গন্ধের দিকনির্দেশ পেয়েছেন তাঁকে নিয়ে সেই ভাষাতেই উচ্ছ্বাস বা বিলাপ কেমন যেন অনৈতিক বা অশ্লীল। কিন্তু কবিতা ছাড়া তাঁর বেঁচে থাকার অবলম্বন কী? অগত্যা নতুন লেখা ইংরেজি ভাষার দরজায় এসে দাঁড়াতে হল তাঁকে। রুশ ভাষায় তাঁর কবিতা ছিল ধ্রুপদি ঐতিহ্যের অনুসারী এবং খানিকটা গতানুগতিকও। কিন্তু ইংরেজিতে তিনি লাগামছেঁড়া—নিজেকে দূরত্ব থেকে তাকিয়ে দেখাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য; কোনো নিয়ম বা আঙ্গিকের অনুশাসন মানার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। সাদা পাতার মধ্যে জীবনকে যতটা পারা যায় ঠাসবুনোট ভরে দেওয়া। জানলার বা ছবির যেরকম ফ্রেম থাকে, কবিতাতেও থাকবে ফর্ম বা শৈলী কিন্তু তার দিকে নজর দেওয়া জরুরি নয়। এইভাবেই শুরু হল নতুন দেশে, নতুন ভাষায় তাঁর নতুন জীবন। "writing in a foreign language, I could see my—self, my life from a distance almost immediately...if the native language in an expression of one's soul, then the acquired language offers something else–a clear view of oneself from a distance"

লেখাপড়া চালিয়ে গেলেন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ. ডিগ্রি এবং হেসটিংস-এর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট। বর্তমানে তিনি স্যান ডিয়েগো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক। ২০০৪ সালে টুপেলো প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অডেসায় নৃত্যরত" (Dancing in odessa)। এই নতুন প্রতিভাবান কবিকে সাধুবাদ জানালেন পাঠক ও সমালোচক উভয়েই। তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও উচ্চপ্রশংসিত এবং ২০০১ সালে ফ্লোরেন্স কান স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত। "কৃতজ্ঞতার এক্তিয়ার থেকে" '(From the province of Gratitude)' গ্রন্থটি এখনও প্রকাশিত হয়নি।

দুই ভাষাতেই কবিতা লিখে যান ইলিয়া। স্মৃতির শহর অডেসায় ফিরে যাননি আর কখনও। টুরিস্ট হয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভবও নয় আর। শহরটি পালটে গিয়েছে, দেশটিও আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, তার নাম ইউক্রেন। তারা আর রুশ ভাষায় কথা বলে না, বলে ইউক্রেনীয় ভাষায়। অডেসা থেকে যাবে কবির স্মৃতিতে। আর কবিও চিরদিন থেকে যাবেন অডেসায়।

"Yes, poetry is a joyus gift. If you can write it, then write it with both hands and may your writing pen be blessed."

ইলিয়া কামিনস্কি

ইলিয়া কামিনস্কি (১৯৭৭-)

কবির প্রার্থনা

যদি মৃত মানুষের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করতেই হয়,
আগে এই শরীর নামক জন্তুটাকে ত্যাগ করি,

একই কবিতা আমি লিখে যাব বার বার
কারণ সাদা পাতা মানে আত্মসমর্পণের সাদা পতাকা।

তাদের কথা বলতে হলে, আমি নিজের প্রান্ত ধরে
হাঁটব, আর যে অন্ধ মানুষটি

ঘর থেকে ঘরে যায় আসবাবের ধাক্কা না খেয়ে
তার মতো করে জীবনযাপন চলবে আমার।

হ্যাঁ, বাঁচব আমি। রাস্তা পার হতে গিয়ে জিজ্ঞেস করব,
" কোন সাল এটা?" ঘুমের মধ্যে নাচব

আর হাসব আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।
প্রতিটি নিদ্রাই আসলে প্রার্থনা, হে প্রভু,

তোমার পাগলামির জয়গানই গাইব আমি, আর
নিজের ভাষায় না হলেও, বলব

যে সঙ্গীত আমাদের জাগায়, তার কথা
সঙ্গীত, যা ভেতর থেকে নাড়া দেয় আমাদের। কারণ

যাই বলি না কেন, সবই আসলে আবেদনপত্র
আর প্রশংসা করতে হবে অন্ধকার দিনগুলিরও।

(Author's Prayer/Ilya kaminsky)

অট্টহাস্যের প্রশংসায়

যেখানে দিনগুলি বেঁকেচুরে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়
যে শহর কোনো দেশের অন্তর্ভুক্ত নয়
অথচ সব দেশের বাতাস লাগে যার গায়ে,

তিনি পপলার গাছের হয়ে বক্তৃতা দিতেন—
কথা বলতে গিয়ে কান কাঁপত রোজ কাকিমার,
গান বাঁধতেন ক্ষৌরকার আর ভেষজ— দোকানির মহিমাকীর্তনে।

তাঁর আত্মা হাঁটত। দুপায়ে, আর আত্মা থাক বা না থাক,
কিশোরের জলপানি রয়েছে,
রাস্তার ভিখারি-বাউলের ভালোবাসতেন তিনি, খেয়াল ছিল

যে দাদু অগ্নিগর্ভ ভাষণ রচনা করেন

আমাদের দেশে মেয়েদের আমদানি রপ্তানি নিয়ে :
রাষ্ট্র তাকে গণশত্রু বলে নির্দেশ জারি করল।
তিনি কোটের পকেটভর্তি টমেটো নিয়ে ছুটলেন
ট্রেনের পেছন পেছন

আর বাড়ির সামনের টেবিলে উলঙ্গ হয়ে নাচলেন—
সরকার পক্ষের উকিল গুলি করলেন তাঁকে আর ধর্ষণ
করলেন দিদিমাকে, তার আগে হাতের কলম ভরে দিলেন যোনিতে,

যে কলমে সই করে অনেক মানুষকে জেলে ভরেছেন দুই দশকে।
কিন্তু ক্রোধের গোপন ইতিহাসে—এক মানুষের স্তব্ধতা
বাঁচে অন্য মানুষের মৃতদেহে—পড়ে যাওয়ার ভয়ে নেচে চলি আমরা,

ডাক্তার আর সরকারি উকিলের ফাঁক দিয়ে :
আমার ঘরের লোকজন, অডেসা শহরের মানুষ
বিশাল স্তনের মহিলা, শিশুর মতো সরল বৃদ্ধ,

আমাদের সব কথা, রাশি রাশি পালক পোড়ায়
প্রত্যেক কথনে তাদের সংখ্যা বাড়ে, বেড়ে চলে।

(In Praise of laughter)

পাউল সেলান

আঙুল ধরে লিখতে লিখতে
তোমার মুখের প্রান্তে এগিয়ে আসেন তিনি।

ল্যাম্পের আলোয় তিনি দেখেন পথের কাদা
আর হাওয়ার কামড় খাওয়া বৃক্ষ,

আর এবারের মতন রক্ষা পাওয়া ঘাস, লেখার
পাতাগুলি পোড়া মাঠের মতো কঠোর; আলো সজীব।

এবার মুক্তি, ফিশফিশিয়ে বলেন তিনি। শব্দগুলি
উড়ে গেলেও ঠোঁটে মাটির গন্ধ রয়ে যায়।

কবির মন্তব্য : পাউল সেলান (১৯২০-১৯৭০) যৌবনে কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছেন, যদিও সবাই বলত, তাঁকে দেখলে মনে হয় প্রাচীন ধ্রুপদি ভাষার অধ্যাপক, শ্রমিক নয়। মানুষটি ছিলেন সুদর্শন—তাঁর কৃশকায় শরীর চলাফেরা করত সাবলীল এবং লাবণ্যময় জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ছকে। মুখে লেগে থাকত এক চিলতে হাসি, যেন অন্য কোনো অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ কেউ দেখবে না তাঁর ত্বকে। তাঁর বয়েস যখন পঞ্চাশের দোরগোড়ায়, তখনও ট্রামে বা ট্রেনে উনিশ বছর বয়েসি তরুণীরা চোখ মারত তাঁকে, চেয়ে নিত ফোন নম্বর।

মৃত্যুর সাত বছর পরে আমি জোব্বা পরা কবিকে তাঁর শয়নকক্ষে দেখি আপন মনে গুন গুন গানের সঙ্গে নাচতে। যে ভাষা তিনি কোনোদিন শেখেননি, সেই ভাষায় আমার লেখা কাহিনির এক চরিত্র হতে আপত্তি নেই তাঁর। সেই রাতেই আবার তাঁকে দেখি ছাদের ওপর, আকাশে শুক্রগ্রহ খুঁজছেন আর আউড়ে যাচ্ছেন ব্রডস্কির কবিতা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর অতীতের সব কথা সত্যি কি না।

পঞ্চাশের দোরগোড়ায়—মূল কবিতায় "Even in his fifties"—আমি কবিকে মনে করিয়ে দিলাম, সেলান আত্মহত্যা করেন তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিনের সাত মাস আগে। কবির অনুমতি নিয়ে আমি শব্দবন্ধটির পরিবর্তন করেছি বাংলায়। ব্রডস্কি-রুশ-মার্কিন কবি জোসেফ ব্রডস্কি (১৯৪০-১৯৯৬)। সাহিত্যে নোবেল ১৯৮৭।

(Paul Celan)

মারিনা স্‌ভেতায়েভা

প্রতিটি পঙ্‌ক্তির বৈচিত্র্যপূর্ণ মাত্রায় তিনি জাগেন :

শঙ্খচিলের মতন, ভেবে পান না এটা
স্বর্গ না পৃথিবী।

আমি আহ্বান করি তাঁকে, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াই
এই স্বপ্নে : নৌকার পালের মতন তাঁর আঁচল
আমার পেছন পেছন ওড়ে, থামে

আমি থামলে। শিশুর মতন নিজের সঙ্গে
কথা বলতে বলতে আপন মনে হাসেন :
"আত্মা = যন্ত্রণা + আর সব কিছু।"

হুড়মুড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসি
আর বন্ধ করি কোঁদল,
যে গৃহের ছাদ আমার জীবন

দোহাই, সেখানে মানবিক জানালা লাগাও একখান।

কবির মন্তব্য : মারিনা স্ভেতায়েভা (১৮৯২-১৯৪১)—বধিরতার প্রথম বছরে আমি দেখেছি তাঁকে এক পুরুষের সঙ্গে। পাটলরঙা একটা স্কার্ফ তাঁর মাথায় জড়ানো। অর্ধেক নাচের ভঙ্গিতে তিনি পুরুষটির মস্তক ধরেন দু'হাতে আর নামিয়ে আনেন তাঁর স্তনের ওপর। তারপর গান ধরেন। আমি তাঁকে লক্ষ করি ক্ষুধার্তের মগ্নতায়। অনুমান করি তাঁর কণ্ঠস্বরে কমলালেবুর গন্ধ। তাঁক কণ্ঠস্বরের প্রেমে পড়ে যাই।

নারী হিসেবে তিনি ষড়যন্ত্রকারিণীর মতন পরস্পরবিরোধী ইঙ্গিত পাঠান। "আপেলের বীজগুলো খাবে না বলছি," আমাকে ভয় দেখান তিনি, "ভুলেও মুখে দেবে না। পেট থেকে গাছ গজাবে তোমার!" তিনি আমার কান ছুঁয়ে হাত বুলোন সেখানে।

আমি তাঁর স্বামীর কথা কিছুই জানি না, শুনেছি চলন্ত বাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা। কবির মুখে কোনো ভাবান্তর নেই, কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে আমি বুঝেছিলাম শোকের প্রশান্ত গাম্ভীর্য কাকে বলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফেরার পথে তিনি পায়ের জুতো খুলে নগ্নপদে হেঁটেছিলেন তুষারে।

(Marina Ts vetaeva)

বন্ধুদের বিদায়

হ্যাঁ, প্রতিটি মানুষই হল পাখি—পরিবৃত মিনার,
আমি বন্ধুদের লিখি
তারা ধরায় মিলায়, ধরায় মিলায়, ধরায় মিলায়।

আর এখানে লণ্ঠন হাতে নিয়ে
গুবরেপোকামুখো মানুষ তার বন্ধুদের ডাকে।

তুমি লম্বা জ্যাকেট, সাদা টুপি পরে দাঁড়িয়ে,
হাতে কবিতার নোটবুক,

ভগিনীদের জন্যে উপহার বুনো কারনেশন, স্তনবৃন্তের রঙে
লাইলাক, কাঠের কুচি আর মুরগির মাংস।

এখন যাও তুমি, লিখতে দাও আমায়, ঘরে তুমি
পা ফেললেই পাতা উলটে যায় আমার।

(A Farewell to Friends)

৩

ইতিহাসের ক্লাসে আমরা সবাই দেরিতে এসে পৌঁছাই :
আর সকালে যখন আমাদের ঘুম ভাঙে,
ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

জয়া সাভিজের জন্ম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ১৯৭৮ সালে। তাঁর মা অস্ট্রেলীয় আর বাবা এক "দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় ইন্দোনেশীয় যুবক", যাঁর কথা এখন তাঁর বিন্দুমাত্রও মনে পড়ে না। কেবল তাঁর সংস্কৃত নামটিতে রয়ে গিয়েছে দ্বীপময় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য। তাঁর মা অল্পবয়েসে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন তাঁর বাবাকে—দুটি সন্তান জন্মে তাঁদের, কিন্তু সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দুই সন্তান সঙ্গে নিয়ে তাঁর মা সিডনি থেকে ক্যানবেরায় আসেন এবং সুপারমার্কেটে চাকরি করে সংসার চালান। জয়ার যখন আট বছর বয়স তখন আবার বিবাহ করেন তিনি এবং দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান কুইন্স্ল্যান্ডের সানশাইন কোস্টের কাছাকাছি ব্রাইবি দ্বীপে। তাঁর নতুন পিতার অনেক ভাইবোন ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে বিশাল সংসার এবং তাঁদের পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা। জয়ার বালক বয়স কেটেছে জ্ঞাতি ভাইবোনদের সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ছোটাছুটি করে আর নানান খেলায় মেতে। তাঁর কবিতাতেও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ, ভেজা বালির স্পর্শ আর জলজ শ্যাওলার গন্ধ মিশে থাকে।

নিকটবর্তী বুশ বিদ্যালয়ে তাঁর লেখাপড়ার শুরু এবং দশ বছর বয়সে কবিতা লিখে স্কুলে প্রথম পুরস্কার। খালি পায়ে বালির ওপরে হাঁটতে হাঁটতে বা ঝিনুক নিয়ে খেলতে খেলতে কবিতার কথা না ভেবে উপায় নেই। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর উৎসাহ ছিল সঙ্গীতে—বেহালা বাজানো শিখতেন মন দিয়ে। স্কুল শেষ করে ব্রিসবেনের উচ্চশ্রেণির ক্যাথলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নুজি কলেজে—সেখানে অর্থনীতি ও আইনের পাশাপাশি ইতিহাস ও আধুনিক সাহিত্যের শিক্ষা। মনে রয়ে যায় ব্রাইবি দ্বীপের দৃশ্যাবলী এবং তার তাড়নায় কবিতা লেখা—প্রকাশিত হয় স্কুলের পত্রিকায় এবং লিটল ম্যাগাজিনে। তখন থেকেই তাঁর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছেন সবাই—তাঁর সতীর্থ ছাত্র ও শিক্ষকেরা জানিয়েছেন—ভালো হোক খারাপ হোক, তিনি লিখতে বসেছেন প্রতিদিন। স্কুলের কাউন্সিলার এবং বাড়ির লোক মিলে তাঁকে ঠেলেঠুলে পাঠানো হল আইন পড়তে কুইন্স্ল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র ছ'মাস টিকলেন সেখানে এবং তারপর বদলে নিলেন কলা বিভাগে; ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনে অসম্ভব ভালো ফল দেখিয়ে তিনি জলপানি পেলেন এবং অনার্স নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পদকসহ। কিন্তু অনার্সের থিসিস লেখা শেষ হওয়ার খবর পেলেন মা মৃত্যুশয্যায়।

শেষ সময়টুকু মায়ের সঙ্গে কাটালেন তিনি—মা জানতে চান তাঁর লেখাপড়ার খবর তিনি বলতে চান কবিতার কথা। শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে মাকে জানালেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ মাকে উৎসর্গ করবেন। মন্তব্যটি পরে তাঁর নিজের কাছেই কৃত্রিম এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু অনার্স ডিগ্রি শেষ করে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন ব্রাইবি দ্বীপে এবং শুরু করলেন নিয়মিত কবিতা লেখা। বাড়িতে বিপিতাকে সাহায্য করলেন সংসার নির্বাহে। এবং চার-চারটি ছোটো ছোটো ভাইবোনকে মানুষ করার কাজে। আর সৃজনশীল সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্যে গবেষণাও শুরু করলেন একই সঙ্গে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বিলম্বিতের দল" ("Latecomers"; প্রকাশ ২০০৫ সাল; প্রকাশক— কুইনসল্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অস্ট্রেলিয়া)—তার কবিতাগুলির সবই লেখাপড়া শেষ করার পর বাড়ি ফিরে লেখা। মাতৃশোক, ছেলেবেলার স্মৃতি, অপরূপ দৃশ্যাবলীর অভিঘাতে রচিত হয়েছিল কবিতাগুলি। গ্রন্থটি ২০০৬ সালে কেনেথ শ্লেসার কবিতা পুরস্কারে ভূষিত হয়।

জয়া অস্ট্রেলীয় কবি—তিনি দেশটির দুশো বছরের কবিতা ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অথচ একই সঙ্গে নতুন পথের সন্ধানী। সতীর্থ কবি পিটার মিন্টার (১৯৪৯-) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'Savige's voice is immediate, his eyes, heart and mind are intelligent and sensitive. He reminds us of our lyri-

cal traditions but obliterates their conservative inheritances, making total sense of the now.'

এখানেই তিনি থেমে থাকেননি—আরও অনেকগুলি পুরস্কারেও সম্মানে ভূষিত হয়েছে গ্রন্থটি এবং তার কবি। বর্তমানে তিনি কুইনসল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃজনশীল সাহিত্য বিভাগে শেক্সপিয়র এবং কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। কিন্তু অধ্যাপনাকেই পেশা হিসেবে নেবেন কিনা সিদ্ধান্ত করে উঠতে পারেননি। গত বছর তিনি ছ'মাস কাটিয়েছেন ইতালির রোম শহরে বি আর হোয়াইটিং গ্রন্থাগারের আবাসিক কবি (Poet-in-residence) হিসেবে।

বাচিক শিল্পী হিসেবেও ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি। বিভিন্ন কবিতা উৎসবে তাঁর কবিতা পাঠ শুনতে ভিড় জমে যায়, টিকিট পাওয়া মুশকিল হয়। তাঁর বান্ধবী, যিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত ছাত্রী, তিনি এখন কবির ম্যানেজারের ভূমিকায়—প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁকে সময়মতো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে।

আরেক সতীর্থ কবি ডেভিড ম্যালুফ (১৯৩৪-) তাঁর প্রথম গ্রন্থটির বিষয়ে মন্তব্য করছেন, 'The poems in 'Latecomesrs' go beyond what we take for granted these days in a first collection: refinement of language and cadence, allusiveness, wit. Moving easily through abstract wonders and the streets of the inner city, they return for nourishment of family and the island–Brible, its fishing life and beaches as a test of what is native and endures'.

কবি হিসেবে জয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কাজ চলেছে। মাথায় পোনি-টেল বাঁধা লম্বা চুলের এই নবীন যুবকটি কবিতা পড়তে মঞ্চেউঠলেই শুরু হয় হাততালি—শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনেন তাঁর গভীর, আন্তরিক উচ্চারণ।

"Argument with someone else is a rhetoric. Argument with yourself is poetry"

—উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫—১৯৩৯)

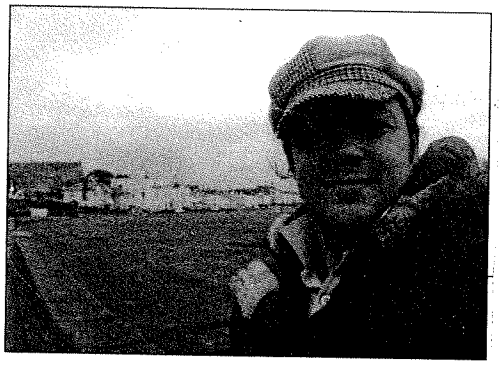

জয়া সাভিজ (১৯৭৮-)

বিনিয়োগ

যদি সাহস থাকে
কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি কিনুন
তারপর খুন করুন তাঁকে
হু হু করে দাম বাড়বে ছবির

(Investment)

উজ্জীবন

কবির মতন
(সব কাজেই তাঁর দেরি হয়ে যায়)

মৃত্যুও বেরোনোর আগে
হাতের কাছে যা পান পরে নেন

(wake)

কবিতা

আমার হৃদয়
পাথরে খোদাই করা পাখি

সেই ওস্তাদি শিল্পকর্মের ছবি
ডাকটিকিটে

পঞ্চাশ ফুট উঁচু ঢেউ এর চোয়ালে বসানো

(poem)

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

বোতলের তলায় পড়ে থাকা
বিস্বাদ কোকোকোলার মতন সন্ধে নামে

রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে
আমি নতুন ঘটনার শিকারে বের হই,
যদি ও জানি যে
অন্য কোনো ঘটনাই
সম্ভব করে তুলবে এই মুহূর্তকে।

(Free to Air)

হাইওয়ে ছেড়ে পাড়ার পথে

ঘরে ঢুকে দেখলে
মহিলা মৃত

পুরুষটিও মৃত্যুর মুখে
একই ঘরে

(Sunshine Coast Exit)

বিদ্যুৎ এসেছে, আলো জ্বালাও

সামনে অন্ধকার রাস্তা।
ঠিক সেই সময়, ভেঙেচুরে যাও তুমি। কেবল
বিস্মরণের লঘু মলম ঘিরে থাকে।
বিদ্যুৎ এসেছে, আলো জ্বালাও। ঘুমন্ত তুমি,
কথা কইতে পারো কীভাবে? মৃত্যুর ঢেউ, তুমি
হাত রাখো হৃদয়ে, মৃত্যুর ঢেউ—আর
চিনে স্যুপের মধ্যে মানুষজন। তুমি স্বপ্নের
মই বেয়ে উঠে যাও, ঢাকনা তুলে ধর,
তারপর গান গাওয়া ছাড়া আর কাজ নেই।

(The Light works, Turn it on)

গভীর নিদ্রা

১
রাত
এক কালো ভীমরুল

আমার স্বপ্ন
তার হুল এবং

শুঁড়ের
মাঝামাঝি
২
সন্ধে, ক্লান্ত সাইক্লপ্‌সের
আঁখিপল্লবের মতন বিষণ্ণ
কখনও ছুটে যায় দুর্বল মেষের
তলপেট চেপে ধরে

হাবুডুবু খায় জলভূমিতে
চোখদুটি হয় উপাদেয়

(Fast Asleep)

মাছ থইথই পাথর

হাসপাতালের সামনে গাড়ি দুর্ঘটনার মতন বসন্ত আসে।
আমি বমি করে দিই হিপোক্রাটিসের গল্ফ খেলার জুতোয়।

তারপর প্রত্নতত্ত্বের কথা : মেডিক্যাল কলেজে ঢোকার মুখে
বাগানে যে ব্রোঞ্জমূর্তি, তাকে দেখে সংবিৎ ফিরে পাইনি

পেলাম তার পাশের বিল্ডিংঙের শিশু হাসপাতালের
রক কনসার্টের ধারালো, অমসৃণ শব্দস্রোতে।

রাতের কোনো এক সময় ঠিক জানি না
আলগা হয়েছে জুতোর সুখতলা :

প্রতি প্রদক্ষেপে থপ থপ আঘাত দিচ্ছে ফুটপাথে

ভার্জিলের "মাছ থইথই পাথর" এর মতন দৃশ্য—

"পি-স-কো-সো-স স্কো-পু-লো-স"
ভোরবেলা ছিন্ন চামড়ার চটির বদলে
আরেকটা উষ্ণদেশীয় তামার বকলস ছিটকে যায় তার।

পিসকোসোস স্কোপুলোস (Piscosos Scopulos) ভার্জিলের "এনিয়ীড" (Aeneid) মহাকাব্যের উদ্ধৃতি, যার অর্থ "মাছ থইথই পাথর"।
হিপোক্রাটিস (Hippocrates)—খ্রিস্টপূর্ব (৪৫০-৩৭০) গ্রিক চিকিৎসক, আধুনিক পশ্চিমি চিকিৎসাবিদ্যার জনক। ধনী ডাক্তারেরা নিয়মিত গল্ফ খেলে থাকেন।

(Piscosos Scopulos)

নিবেদিতপ্রাণ যোদ্ধা

ট্রেন, সর্বদাই ট্রেন
আমি ধরে নিই মৃত্যু সে নারীর ভবিতব্য

এই বরফজমা চরাচর
প্রতিটি গ্রামের ফাঁসিকাঠ দেখা যায়

ট্রেনের একই কামরায়
আমার মুখোমুখি বসে তুমি :

যদি আমি একা পড়ে থাকি তুষারে
তুমি কি ছিঁড়ে খাবে আমায়

এতটাই রাক্ষুসে লোলুপ কি তুমি?
আমি তোমার কমরেড ছিলাম বলে

তোমার বন্য দুচোখ কি করুণা করবে আমায়?

(The Partisan)

কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি....

মহাদেব সাহা

হাবড়া বাজার
পোঃ হাবড়া
উত্তর চব্বিশ পরগনা